তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদকে গ্রেপ্তারের পর দুই দিন লোহাগাড়া থানায় আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার বটতলী বাজার সংলগ্ন মটর স্টেশন এলাকার মোহাম্মদ জাফর ও হোসনে আরা বেগমের বড় পুত্র তৌহিদুল ইসলাম (২৪)। পেশাগত জীবনে তিনি একজন আর্ট সাইন রাইটার। লোহাগাড়া বাজারে ঝিলিক আর্ট এন্ড মক্কা কম্পিউটার নামের একটি দোকানের মালিক তিনি। তৌহিদুল ইসলামকে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেফতার করে দুই দিন থানায় আটকে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায় লোহাগাড়া থানার ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। নির্যাতনের এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ২৫ এপ্রিল ২০১৩ ভোররাতে তাঁকে লোহাগাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা হাসপাতালে গিয়ে তাঁর খোঁজখবর করার কারনে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখে চিকিৎসকদের আপত্তি সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে দুটি মামলায় সন্দেহভাজন অভিযুক্ত হিসেবে দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে অন্য আরেকটি মামলায় রিমান্ডে এনে নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে লোহাগাড়া থানার ওসি মোটা অংকের টাকা আদায় করে বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে তিনি জামিনে আছেন এবং তাঁর মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

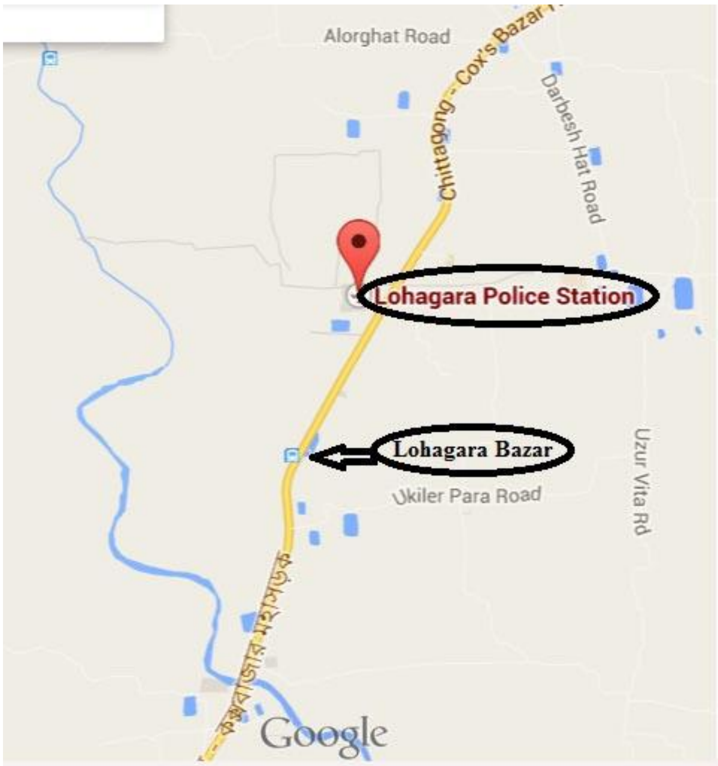

ছবি: গুগোল ম্যাপ

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার* কথা বলে ঃ

- তৌহিদুল ইসলাম, নির্যাতিত ব্যক্তি
- তৌহিদুল ইসলামের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে

হাসপাতালের বেডে চিকিৎসাধিন তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ ছবি: সংগৃহীত

<u>তৌহিদুল ইসলাম (২৪) পুলিশি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি</u>

তৌহিদুল ইসলাম *অধিকার*কে (২২ জুন ২০১৩ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার গেটে) জানান, গত ২৩ এপ্রিল ২০১৩ তিনি লোহাগাড়ার বটতলী বাজারে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঝিলিক আর্ট এন্ড মক্কা কম্পিউটারে অবস্থান করছিলেন। বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় লোহাগাড়া থানার ওসি (তদন্ত) শহীদুল্লাহসহ কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। লোহাগাড়া থানার ডিউটি অফিসারের রুমে প্রায় দুই ঘন্টা বসিয়ে রাখার পর আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.০০ টায় থানা হাজতে ঢোকানো হয় তাঁকে। রাত আনুমানিক ১২.১৫ টায় হাজত থেকে বের করে ওসির রুমে নিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসিয়ে ওসি শহীদুল্লাহ বেশ কয়েকটি মিছিলের ছবি (২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায়ের পর লোহাগাড়া এলাকায় বিক্ষোভ ও ভাংচুরের ছবি) দেখিয়ে মিছিলের সামনে থাকা মিছিলকারীদের চিনিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু তৌহিদুল ইসলাম তাঁদের চেনেন না এবং ঘটনার দিন পারিবারিক কাজে সাতকানিয়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন বলে ওসিকে জানান। তখন ওসি শহিদুল্লাহ তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকেন। একপর্যায়ে ওসি তৌহিদকে কিল, ঘুষি, চড়-থাপ্পর মারতে শুরু করেন। এরপর সেখান থেকে বের করে পাশের আরেকটি রুমে নিয়ে চেয়ারে বসানো হয় তাঁকে। ওসি শহীদুল্লাহ বসেন সামনের আরেকটি চেয়ারে। এই সময় ওসি সাদা পোশাকে ছিলেন। আরো চার থেকে পাঁচজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে তৌহিদের হাত-পা ধরে রাখে। তাঁদের হাতে গ্লাভস্ পড়া ছিলো। আরেকজন এসে তৌহিদের দু হাতে ৮/১০ মিনিট পরপর প্রায় ১ ঘন্টা ধরে ৭/৮ দফায় ইলেকট্রিক শক দেয়। এরপর আবারো হাজতখানায় ঢুকিয়ে রাখা হয়। পরদিন সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় এক কনস্টেবল এসে পাঁউরুটি, কলা আর এক বোতল পানি দিয়ে যায়। তৌহিদের এক বন্ধু ওই কনস্টেবলকে টাকা দিয়ে ওই খাবার পাঠায়। তবে তাঁর ওই বন্ধুর নাম তিনি জানাননি। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় আবারো তাঁকে হাজতখানার পাশের রুমে নিয়ে যায় পুলিশ। এই সময়ের মধ্যে কোন প্রকার খাবার এমনকি পানি পর্যন্ত দেয়া হয়নি তাঁকে। ওই রুমে নেয়ার পর ওসি শহীদুল্লাহর উপস্থিতিতে আবারো ইলেকট্রিক শক দেয়া শুরু হয়। ওই দিনও প্রায় এক ঘন্টা ধরে দুই হাতে ৪/৫ দফায় শক দেয়ার পর তিনি অজ্ঞান হয়ে

পড়েন। কিছু সময় পর রাত আনুমানিক ১ টায় তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। এই সময় শরীরে হঠাৎ করে খিচুনি শুরু হয় তাঁর এবং তিনি চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে যান। তখন কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাঁকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে লোহাগাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তারদের সঙ্গে তাঁকে কোন কথা বলতে দেয়নি পুলিশ। পুলিশ সদস্যরাই ডাক্তাদের সঙ্গে কথা বলে। এরপর একজন ডাক্তার তাঁর কাছে এসে কোন কথা না বলেই কয়েকটি ইনজেকশন আর স্যালাইন তাঁর শরীরে পুশ করেন। থানা হাজতে নির্যাতনের খবর পেয়ে গত ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিক হাসপাতালে আসেন। তাঁরা তৌহিদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের আপত্তি সত্ত্বেও পুলিশ তড়িঘড়ি করে চিকিৎসা শেষ হবার আগেই তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে বেলা আনুমানিক ২.০০ টায় চট্টগ্রাম চীফ জুডিশিয়াল ম্যজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় তাঁকে। আদালতে এসে তিনি জানতে পারেন গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর রায়ের পর লোহাগাড়াতে বিক্ষোভ, ভাংচুর, অগ্নি-সংযোগের অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা দুটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। যদিও কোন মামলার এজাহারেই তৌহিদের নাম নেই। এর একটি মামলায় গত ২২ মে ২০১৩ কারাগার থেকে তৌহিদকে লোহাগাড়া থানায় দুই দিনের রিমান্ডে নিয়ে যায় পুলিশ। ওই দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় হাজতখানায় একজন কনস্টেবল এসে বলে "তোমার পরিবারের লোকদের বলো ওসি সাহেবকে টাকা দিতে, না হলে আজ তো নির্যাতন করা হবেই, এছাড়া অন্য মামলায়ও রিমান্ডে আনা হবে।" তৌহিদ ওই কনস্টেবলের নাম জানাতে পারেন নি। রাত আনুমানিক ৯ টায় তৌহিদের বাবা ও বাজারের দুই ব্যবসায়ী বন্ধু তৌহিদকে দেখতে থানায় যান। এই সময় তাঁদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলে কিছু টাকা দিয়ে নির্যাতনের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানান তৌহিদ। দুই দিন থানায় রেখে গত ২৪ মে ২০১৩ আবার তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। তবে এই বার রিমান্ডে আর তাঁকে নির্যাতন করা হয়নি। তবে নির্যাতন না করার শর্তে তৌহিদের পরিবার ও বন্ধুদের পুলিশকে মোটা অংকের টাকা দিতে হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে টাকার পরিমানটা তিনি জানাতে পারেন নি।

<u>মোহাম্মদ জাফর, তৌহিদুল ইসলামের পিতা</u>

মোহাম্মদ জাফর *অধিকার*কে জানান, বটতৈলী বাজার সংলগ্ন এলাকায়ই তাঁদের পৈত্রিক বাড়ি। বাজারেও বেশ কিছু পৈত্রিক জমি আছে তাঁদের। নিজস্ব দোকানেই ব্যবসা করতো তাঁর বড় ছেলে তৌহিদুল ইসলাম। গত ২৩ এপ্রিল ২০১৩ বিকেল আনুমনিক ৫.১৫ টায় তৌহিদের দোকানের কর্মচারি রফিক এসে তাঁকে জানায়, দোকানে পুলিশ এসে তৌহিদকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনেই তিনি দোকানের দিকে এগিয়ে যান। ততক্ষণে পুলিশ তৌহিদকে টেনে হিঁচরে রাস্তার ওপর রাখা গাড়ির কাছে নিয়ে গেছে। ওই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া ওসি (তদন্ত) শহীদুল্লাহর কাছে গিয়ে তিনি তৌহিদকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চান। কিন্তু ওসি শহীদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেননি। ওই দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টায় তৌহিদের মামা আহসানুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে লোহাগাড়া থানায় যান। কিন্তু পুলিশ তাঁদেরকে তৌহিদের সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর দায়িত্বরত সেন্ট্রি তাঁদেরকে ওসি শহীদুল্লাহর রুমে নিয়ে যায়। ওসি তাঁদের জানান, "তৌহিদ শিবির করে, ২৮ ফেব্রুয়ারী সহিংসতায় সে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ পেয়েছি। সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওকে নিয়ে এসেছি, রাতে জিজ্ঞাসা করবো দোষী না হলে সকালে ছেড়ে দেব আপনারা চলে যান"। এই কথা শুনে তাঁরা থানা থেকে চলে আসেন। পরদিন সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় আবার থানায় যান তাঁরা। দুপুর পর্যন্ত থানার সামনে অপেক্ষা করলেও সেন্ট্রি তাঁদের থানায় ঢোকার অনুমতি দেয়নি। দুপুর আনুমানিক ২ টায় তিনি ফিরে

আসেন। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় তাঁরা আবারো থানায় যান তখন থানার গেইটে থাকা সেন্ট্রিরা দুর্ব্যবহার করে থানা থেকে তাঁদেরকে বের করে দেয়। পরদিন ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৬.৩০ টায় বাজারের এক নাইটগার্ড এসে খবর দেয় রাতে তৌহিদকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই খবর শুনেই তিনি হাসপাতালে ছুটে যান। লোহাগাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের একটি বেডে তৌহিদকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর পাশে কয়েকজন পুলিশ সদস্য পাহাড়ায় ছিলো। তিনি তাদের কাছে তৌহিদের কি হয়েছে জানতে চাইলে তারা জানায়, রাতে তৌহিদ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সকাল আনুমানিক ৮ টায় তৌহিদ চোখ মেলে তাকায়। তৌহিদ তাঁকে জানায়, দুই রাতেই তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। লাঠি দিয়ে পেটানো, বুট দিয়ে মাড়ানো ছাড়াও দুই হাতের সবকটি আঙ্গুলে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছে। সকাল আনুমানিক ১০ টায় স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিক হাসপাতালে গেলে তিনি তৌহিদের জন্য খাবার নিতে বাড়িতে আসেন। বেলা আনুমানিক ১ টায় হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারেন, তৌহিদকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে জানতে পারেন তৌহিদকে আদালতে নেয়া হয়েছে। তখন সাতকানিয়ায় অবস্থানরত তাঁর শ্যালক আহসানুল্লাহকে চট্টগ্রাম আদালতে যেতে অনুরোধ করে বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। পরদিন ২৬ এপ্রিল ২০১৩ কারাগারে গিয়ে তৌহিদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সেখানেও তৌহিদ তাঁকে জানায়, খাবার আনতে তিনি হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাবার পর সাংবাদিকরা তৌহিদের ছবি তুলে এবং তার সঙ্গে কথা বলে চলে যায়। এর পরপরই ওসি (তদন্ত) শহীদুল্লাহ হাসপাতালে আসেন। ওসি হাসপাতালের ডাক্তারদের আপত্তি সত্ত্বেও ডাক্তারদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তৌহিদের চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই ছাড়পত্র নিয়ে তাঁকে থানায় নিয়ে আসেন। এরপর কারাগারে তৌহিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ শুরু করেন তিনি। একপর্যায়ে তিনি জানতে পারেন ২২ মে ২০১৩ তারিখে তৌহিদকে রিমান্ডে নেয়া হবে। ২২ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ৯ টায় তিনি লোহাগাড়া থানায় যান। সেখানে সেন্ট্রিকে টাকা দিয়ে থানা হাজতে তৌহিদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তখন তৌহিদ তাঁকে জানায়, কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মাধ্যমে ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে, সম্ভব হলে কিছু টাকা দিতে। না হলে অন্য মামলায় রিমান্ডে এনে আবারো তার ওপর নির্যাতন চালানো হবে। এরপর ফিরে এসে কয়েকজন সাংবাদিক ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাদের মাধ্যমে ওসি শহীদুল্লাহকে ফোন করিয়ে তৌহিদের ওপর নির্যাতন না করতে অনুরোধ জানান তিনি। পুলিশকে কোন টাকা দিতে হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন "কিছু টাকা তো খরচ হয়ই"। তবে কার মাধ্যমে কত টাকা দিতে হয়েছে সে ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হননি তিনি।

তিনি আরো জানান, বটতলী বাজারে তাঁদের অনেক জমি আছে। সাম্প্রতি নাসির উদ্দিন নামের এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী আমাদের জমির একাংশ দখল করে মার্কেট নির্মাণের পায়তারা চালাচ্ছে। তাঁর বড় ছেলে তৌহিদ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করে দৌঁড়াদৌড়ি করে জমি রক্ষার চেষ্টা চালায়। তাঁর ধারণা নাসির উদ্দিন নামের ওই ব্যবসায়ী পুলিশকে টাকা দিয়ে তাঁর ছেলের ওপর নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি মামলায় ফাঁসিয়েছে। ঘটনাটি ষড়যন্ত্রমূলক না হলে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখের মামলায় ২৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে কেন তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করা হলো। এই সময়ের মাধ্যে তৌহিদ প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাজারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়িক কাজ করেছে বলে তিনি দাবি করেন।

মাহফুজুর রহমান, প্রত্যক্ষদর্শী

মাহফুজুর রহমান *অধিকার*কে জানান, তৌহিদুল ইসলামের মালিকানাধিন *ঝিলিক আর্ট এন্ড মক্কা কম্পিউটার* সংলগ্ন ওষুধের দোকানের মালিক তিনি। গত ২৩ এপ্রিল ২০১৩ প্রতিদিনের মতো তিনি দোকানে ছিলেন। বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় ২/৩ জন সাদা পোশাকের লোক এসে তৌহিদের দোকানের সামনে অবস্থান নেয়। এর কিছু সময় পর লোহাগাড়া থানার ওসি (তদন্ত) শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে আরো ৪/৫ জন পুলিশ সদস্য এসে তৌহিদের দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে। পুলিশ সদস্যরা কোন কথা না বলেই তৌহিদের শার্টের কলার ধরে টানতে টানতে তাঁকে দোকান থেকে বের করে আনে। এই সময় তৌহিদ ধস্তাধস্তি করলে সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা তাঁকে কয়েকটি কিল-ঘুষি মারে। মাহফুজুর রহমান বলেন, এই ঘটনা দেখে তাঁরা কয়েকজন ব্যবসায়ী এগিয়ে এসে পুলিশের কাছে তৌহিদকে গ্রেফতারের কারণ জানতে চাইলে সাদা পোশাকের একজন পুলিশ সদস্য তাঁদের জানায় যে, তৌহিদের নামে লোহাগাড়া থানায় মামলা আছে, এই কারণেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। মাহফুজ আরো জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ৪/৫ দিন এলাকায় উত্তেজনা থাকায় তাঁরা দোকান খুলতে না পারলেও দোকানের আশপাশেই অবস্থান করে বাজার পাহাড়া দিয়েছেন। এর পুরোটা সময় তৌহিদও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। এমনকি এলাকার পরিস্থিতি শান্ত হবার পর অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালালেও তৌহিদ দোকান খুলে ব্যবসা করছিলেন।

<u>মোহাম্মদ সেলিম তালুকদার, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সাংবাদিক</u>

দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার লোহাগাড়া প্রতিনিধি মোহাম্মদ সেলিম তালুকদার *অধিকার*কে জানান, ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় হাসপাতালের এক ব্যক্তি তাঁকে জানান যে, গতরাতে লোহাগাড়া থানার পুলিশ একটি ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। খবর পেয়ে সকাল আনুমানিক ৮.৪৫ টায় লোহাগাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান তিনি। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের ওয়ার্ডের একটি বেডে মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় তৌহিদকে দেখতে পান। এই সময় তৌহিদ তাঁকে জানান, দুই দিন থানায় আটকে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। লোহাগাড়া থানার ওসি (তদন্ত) শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে ৪/৫ জন পুলিশ সদস্য দফায় দফায় তাঁকে পিটিয়েছে ও ইলেকট্রিক শক দিয়েছে। গতরাতে থানা হেফাজতে নির্যাতন চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে আনা হয় তাঁকে। ওই দিন হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে কর্মরত চিকিৎসক ডা. মোশাররফ হোসেন সেলিমকে জানান, নির্যাতন ও ইলেকট্রিক শকের কারণেই তিনি (তৌহিদ) অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসক ও ভিকটিমের সঙ্গে কথা শেষ করে ভিকটিমের ছবি তুলে হাসপাতাল থেকে চলে আসেন সেলিম। দুপুর আনুমানিক ৩ টায় সেলিম জানতে পারেন তিনি চলে আসার পর ওসি শহীদুল্লাহ হাসপাতালে যান। তিনি ছবি তোলার বিষয়টি জানতে পেরে দায়িত্বরত পুলিশ কনস্টেবলদের বকা-ঝকা করেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই হাসপাতাল থেকে তৌহিদকে নিয়ে আসেন। এরপর সেলিম থানায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ২/৩ টি মামলায় শোন এরেস্ট দেখিয়ে তৌহিদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

<u>ডা. মো. সাজ্জাদুল আলম, চিকিৎসক, লোহাগাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স:</u>

গত ২১ জুন ২০১৩ লোহাগাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে দায়িত্বরত ডা. মো. সাজ্জাদুল আলম *অধিকার*কে জানান, হাসপাতালের রেকর্ড অনুযায়ী খিচুনি রোগে আক্রান্ত তৌহিদুল ইসলামকে গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ রাতে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে তৌহিদকে বেশ কিছু চিকিৎসা দেয়া হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। কিন্তু ২৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে পুলিশ চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখে নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল থেকে রোগীকে নিয়ে যায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে

কর্মরত চিকিৎসকের সহকারী জানান, তৌহিদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। এছাড়া দুই হাতের কোনার ছোট আঙ্গুলে ইলেকট্রিক শকের কারনে বড় ধরণের ক্ষত ছিল। হাসপাতালে সাংবাদিকরা ছবি তোলার পর পুলিশ তড়িঘড়ি করে তৌহিদকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যায়।

<u>এডভোকেট নাজিম উদ্দিন, পুলিশি নির্যাতনের শিকার তৌহিদুল ইসলামের আইনজীবী:</u>

এডভোকেট নাজিম উদ্দিন *অধিকার*কে জানান, লোহাগাড়া থানায় দায়ের হওয়া মামলা নং-০১ তারিখ-০২/০৩/১৩ (ধারা-১৪৩[১]/১৪৭[২]/১৪৮[৩]/১৪৯[৪]/৩২৩[৫]/৩২৫[৬]/৩০২[৭]/২০১[৮]/৩৩২[৯]/৩৩৩[১০]/৩৫২[১১]/৩৫৩[১২]/৪৩৫[১৩]/৪২৭[১৪] দণ্ডবিধিসহ বিস্ফোরক আইনের ৩/৪ ধারা) এবং একই ধারায় দায়ের হওয়া অপর মামলা নং-০২ তারিখ-০২/০৩/১৩ মামলায় সন্দেহজনক অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয় তৌহিদুল ইসলামকে। গত ২২ মে ২০১৩, ১নং মামলার শুনানির দিনে পুলিশ ওই মামলায় ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করলে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। পুলিশের রিমান্ড মঞ্জুরের আগে তিনি কারাহাজতে তৌহিদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে পুলিশ। তৌহিদ তাঁকে জানান ২৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ বিকেলে গ্রেফতারের পর ওই দিন রাতভর এবং পরদিন রাতে কয়েক দফায় তাঁকে পেটানো ও ইলেট্রিক শক দেয়া হয়েছে। একপর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালেও নেয়া হয়। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এডভোকেট নাজিম উদ্দিনকে জানানো হয়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে তাঁদের প্রতিপক্ষ পুলিশকে টাকা দিয়ে এই ঘটনা ঘটাতে পারে। বিষয়টি তিনি আদালতেও তুলে ধরেন বলে জানান।

<u>মো. শহীদুল্লাহ, ওসি (তদন্ত), লোহাগাড়া থানা, অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা:</u>

মো. শহীদুল্লাহ *অধিকার*কে জানান, প্রকৃত অপরাধীরা সবসময় নিজেদের অপরাধ ঢাকতে পুলিশের ওপর দোষ চাপাতে চায়। তৌহিদ ও তাঁর পরিবারের লোকজনও তাই করছেন। তৌহিদের ওপর নির্যাতনের প্রশ্নই আসে না। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদকালে সামান্য অসুস্থ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এরপরও তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলা দুঃখজনক।

<u>অধিকারের বক্তব্যঃ</u>

---

[১] যে ব্যক্তি কোন আইনী সমাবেশের সদস্য হইবে সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে- যাহার মেয়াদ ৬ মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

[২] যে ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

[৩] মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিক হইয়া দাঙ্গা অনুষ্ঠানকরণের শাস্তি।

[৪] সাধারণ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী হিসাবে শাস্তি পাবেন।

[৫] যে ব্যক্তি, ৩৬৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে-যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

[৬] যে ব্যক্তি ৩৩৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সেচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করে সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ৭ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে-দণ্ডিত হইবে এবং পুরোপুরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

[৭] যে ব্যক্তি খুন করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

[৮] অপরাধীকে গোপন করিবার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করিয়া দেওয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করার শাস্তি

[৯] সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দান করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করার শাস্তি।

[১০] সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করা।

[১১] গুরুতর আকস্মিক উত্তেজনার ফল ব্যতীত প্রকারান্তরে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তি।

[১২] সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধাদানের নিমিত্তে আক্রমন ও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তি।

[১৩] একশত টাকা বা কৃষিজ ফসলের ক্ষেত্রে দশটাকা পরিমাণ ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধনের শাস্তি।

[১৪] যে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে এবং তদ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ লোকসান বা ক্ষতি করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডিত হইবে।

অধিকার তৌহিদুল ইসলামকে রিমান্ডে এনে নির্যাতনের ঘটনা তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে ভিকটিম পরিবারের সদস্য, প্রত্যক্ষদর্শী, চিকিৎসক এবং তদন্তে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেছে। *অধিকার* তৌহিদুল ইসলামের ওপর নির্যাতনের ঘটনাটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে অপরাধী পুলিশ সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান, দণ্ডবিধি, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ প্রত্যেকটিতে যে কোন ধরনের নির্যাতন নিষিদ্ধ। তারপরও বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে, যা ইতিমধ্যে আইনের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

-সমাপ্ত-